কালীগঞ্জে ট্রাক উল্টে আহত ২

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে একটি মটর সাইকেল বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রন হারিয়ে খাদে উল্টে পড়েছে।

রবিবার দুপুর ২ টার দিকে বারোবাজার হাইওয়ে পুলিশ স্টেশনের মাত্র ২০০ গজ দুরে ঘটনাটি ঘটে। এতে ট্রাকের চালক ও হেলপার আহত হয় এবং ট্রাকে থাকা শোরুমের নতুন মটর সাইকেলগুলোর চরম ক্ষতি হয়েছে।

যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়কের বারোবাজার ফুলবাড়ি গেটের নিকটে একটি বাইসাইকেল সাইড দেয়ার সময় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে সড়কের উল্টো পাশ ডান দিকে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রচন্ড গতিতে ট্রাকটি যশোর থেকে ঝিনাইদহের দিকে যাচ্ছিল। বারোবাজার ফুলবাড়ি গেটে এসে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রন হারালে ট্রাকটি সড়কের উল্টো পাশ ডানদিকের গাছে সজোরে আঘাত করে। এ সময় ট্রাকটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে উল্টে যায়।

কালীগঞ্জ বারোবাজার হাইওয়ে পুলিশের এস আই ফিরোজ আহম্মেদ জানান, রবিবার দুপুরে যশোর-ড-১১-১০০২ নম্বরের একটি ট্রাকে টিভিএস মেট্রো কোম্পানীর নতুন মটর সাইকেল যশোর শোরুম থেকে কুষ্টিয়া শোরুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

ট্রাকটি যশোর-ঝিনাইদহ সড়কের ফুলবাড়ি গেটের কাছে আসলে নিয়ন্ত্রন হারায়। এ সময় ট্রাকটি সড়কের উল্টা দিকের গাছে আঘাত করে খাদে পড়ে উল্টে যায়।

এ ঘটনায় গাড়িটির চালক ও হেলপার প্রাণে রক্ষা পেলেও ট্রাকে থাকা মটর সাইকেলগুলো দুমড়ে মুচড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বর্তমান দূর্ঘটনায় পতিত ট্রাকটি বারোবাজার হাইওয়ে পুলিশের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান! জরিমানা আদায়

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমান অভিযান আদালত পরিচালনা করেছে। রবিবার দুপুরের দিকে উপজেলার ডাউকি গ্রামে অবস্থিত ইমন চানাচুর ফ্যাক্টরী ও জামজামি রোডের আতিয়ার ট্রেডার্সে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে নোংরা পরিবেশে চানাচুর তৈরী ও প্যাকেটে মূল্য তালিকা না থাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ সার-বীজ বিক্রির দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে উপজেলার জামজামি রোডে মেসার্স আতিয়ার ট্রেডার্সের মালিক কামরুল হাসান রুবেলকে মেয়াদোত্তীর্ণ সার-কীটনাশক বিক্রি ও সারের মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৮,৫১ ধারায় ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যগুলো জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। এদিকে একইদিন ডাউকি গ্রামেও অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মেসার্স ইমন চানাচুর ফ্যাক্টরিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চানাচুর তৈরি ও চানাচুর প্যাকেটে মোড়কীকরণ বিধি লংঘন করায় ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক এমদাদুল হককে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান অভিযানের সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাংগা থানা পুলিশের একটি টিম।

বাগোয়ান ইউনিয়ন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মোলন অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী ও গতিশীল করে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করার মধ্যদিয়ে পুনরায় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে আওয়ামী লীগ কে শক্তিশালী করার জন্য মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মোলন ও ৯টি ওয়ার্ডের কমিটি গঠন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটরিয়াম হল রুমে অনুষ্ঠিত সম্মোলনে বাগোয়ান ই্উনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম এর সঞ্চলনায় অনুষ্ঠানে, সভাপতিত্ব করেন বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবর রহমান মধু বিশ্বাস।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড ইব্রাহীম শাহিন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,জেলা আওয়ামী লীগের আন্যতম সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা,উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক শেখ সাকিব,বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য মি: বাবুল মল্লিক, যুবলীগ নেতা হাসানুজ্জামান লালটু, জেলা পরিষদের সদস্য শাহিন উদ্দীন শাহিন প্রমুখ।

ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ও কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলগের সভাপতি মজিবুর রহমান মধু বিশ্বাস, পুরাতন ওয়ার্ড কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন ওয়ার্ড কমিটি ঘোষণা করেন। নতুন ঘোষিত ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা হল।

বাগোয়ান ইউনিয়নের ১ওয়ার্ডে ফারুক হোসেনকে সভাপতি ও জহিরুল ইসলাকে সাধারন সম্পাদক, ২ ওয়ার্ডে মিঃ সিবাস্তিন মল্লিক মেম্বারকে সভাপতি ও রুহুল আমিনকে সাধারন সম্পাদক, ৩ ওয়ার্ডে নজরুল ইসলাকে সভাপতি ও আলতাব হোসেরক সাধারন সম্পাদক, ৪ ওয়ার্ডে আব্দুল জলিলকে সভাপতি ও আব্দুস সামাদকে সাধারন সম্পাদক, ৫ ওয়ার্ডে রকিবউদ্দীন রকিব মেম্বারকে সভাপতি ও লাভলুকে সাধারন সম্পাদক, ৬ ওয়ার্ড মিঃ মারিয়া শুশিত মন্ডল গনাকে সভাপতি ও মিঃ আলবাট টুইস মন্ডলকে সাধারন সম্পাদক, ৭ ওয়ার্ডে ফেরদৌস আলী ম্যান্তাকে সভাপতি ও আরজুল্লা হোসেনকে সাধারন সম্পাদক, ৮ ওয়ার্ডে জমিরউদ্দীনকে সভাপতি ও আইয়ুব হোসেনকে সাধারন সম্পাদক, ৯ ওয়ার্ডে সাইফুল ইসলাম টিপুকে সভাপতি ও আলতাব হোসেনকে সাধারন সম্পাদক করে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।

চাঁদাবাজীর মামলায় গাংনীর চোখ’র সম্পাদক রাব্বী কারাগারে

চাঁদাবাজীর মামলায় অনলাইন নিউজ পোর্টাল গাংনীর চোখ’র সম্পাদক সেই রাব্বী আহম্মেদের জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তরিকুল ইসলাম।

রাব্বী আহম্মেদ গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রামের সাইদ আহম্মেদের ছেলে। রোববার বিকালে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তরিকুল ইসলাম তাকে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে আসান উদ্দীন বাদী হয়ে গাংনী উপজেলার বামন্দীর জোছনা রানী ওরফে বিথীকে ১ নং আসামী করে চার জনের নামে চাঁদাবাজীর অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১৭। তারিখ ২৪/০৫/২০২১ইং।

মামলায় এজাহার নামীয় ৪ জন আসামী থাকলেও পরবর্তিতে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবান বন্দীতে বাদী ও একজন আসামী চরগোয়ালগ্রামের সাইদ আহম্মেদের ছেলে রাব্বী আহম্মেদ, বাওট গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে মিনারুল ইসলাম ও নওদা ছাতিয়ান গ্রামের আলতাব হোসেনের ছেলে সজল হোসেনের নাম বলেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা চার্জশীটে রাব্বী আহম্মেদ কে ওই মামলার ৬ নং আসামী হিসেবে যুক্ত করেন।

এমালার এজাহারে জানা যায়, বামন্দী বাজারের মতি লালের মেয়ে জোছনা রানী দাশ ওরফে বিথী মামলার বাদী আসান মোল্লাকে মোবাইল ফোনে ডেকে নিয়ে একটি ঘরে আটকিয়ে মারধর করেন।

এসময় তার কাছে থাকা টাকা পয়সা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। পরে ভয়ভীতি দেখিয়ে তার কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করেন। এসময় সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে রাব্বী আহম্মেদ ও মিনারুল ইসলাম তার কাছে চাঁদা দাবী করেন।

একই সময়ে রাব্বী আহম্মেদের নামে মটমুড়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য চরগোয়ালগ্রামের মিলন হোসেন, রামনগর গ্রামের মোটরসাইকেল মেকার জান্নাত চাঁদাবাজীর অভিযোগ এনে আদালতে মামলা দায়ের করেন।

আসামী পক্ষে আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট খন্দকার আব্দুল মতিন ও রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন কোর্ট ইন্সপেক্টর গোলাম মোহাম্মদ।

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সিনিয়র সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন অ্যাড. ইমানুর রহমান

ঢাকা আইনজীবী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে সিনিয়র সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন মেহেরপুরের সন্তান অ্যাডভোকেট মোঃ

ইমানুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন।

অ্যাডভোকেট মোঃ ইমানুর রহমান এর পিতা মরহুম অ্যাডভোকেট মোনাজাত আলী মেহেরপুর বারের একজন স্বনামধন্য আইনজীবী ছিলেন। রাজধানীর ধানমন্ডি ল’ কলেজ থেকে আইনে স্নাতক সম্পন্ন করে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য হিসাবে যোগদান করে অ্যাডভোকেট মোঃ ইমানুর রহমান। দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত আইন অঙ্গনের জীবন্ত কিংবদন্তী, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বার বার নির্বাচিত সদস্য ও বর্তমানে এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাবেক সফল সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান এর জুনিয়র হিসাবে নিয়মিত প্র্যাক্টিস করছেন। আইনজীবী পরিবারের সন্তান হিসাবে আইনজীবীদের কল্যাণে সর্বদা কাজ করার মানসিকতা নিয়ে ঢাকা আইনজীবী সমিতির সকল কর্মকান্ডে অগ্রণী ভুমিকা রেখেছেন। একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর সন্তান, সদালাপী, ভদ্র ও মার্জিতস্বভাবের আইনজীবী হিসাবে মোঃ ইমানুর রহমান এর সুনাম রয়েছে ঢাকা আইনজীবী সমিতিতে।
ব্যাক্তিগত জীবনে অ্যাডভোকেট মোঃ ইমানুর রহমান ২ (দুই) কন্যা সন্তানের জনক। তিনি স্ত্রী ও ২ (দুই) কন্যা সহ ঢাকার নর্থ রোডে বসবাস করেন।
ঢাকা আইনজীবী সমিতি নির্বাচন ২০২২-২০২৩খ্রিঃ -তে সিনিয়র সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট মোঃ ইমানুর রহমান বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। যার সদস্য সংখ্যা ২৮০০০।

গাংনীর হাড়াভাঙ্গাতে প্রবাসীর স্ত্রী ও স্থানীয় ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রিকে -পা বেঁধে রাতভর নির্যাতন

মেহেরপরের গাংনীর উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে প্রবাসীর স্ত্রী ও স্থানীয় এক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী ও

রেখেছেন এমন সংবাদ পাওয়ার পর স্থানীয় কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিষয়টি অবহিত করি। তাকে মিমাংসা করে দেওয়ার জন্যও বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে শুনেছি তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। তবে কেউ এখন পর্যন্ত লিখিত ভাবে আমাকে কেউ জানায়নি। কেউ বাদি হলে আমি বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

এদিকে, হাত-পা বেঁধে প্রবাসীর স্ত্রীকে রাতভর নির্যাতন ও ঘরে আটকিয়ে রাখা নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ কেউ তাদের অনৈতিকভাবে জড়িত থাকার প্রসঙ্গ তুললেও অনেকেই এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এ নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে নানা ধরনের জল্পনা। মিজানুর রহমান হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে। ওই নারী সৌদী প্রবাসীর স্ত্রী।

কোটচাঁদপুরে আমার সংবাদ পত্রিকার ১০ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

দৈনিক “আমার সংবাদ” পত্রিকার ১০ম বছরে পর্দাপন উপলক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

‘অগ্রযাত্রার ১ দশক’ এই স্লোগান নিয়ে রবিবার বেলা ১২ টায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেক কাটার মধ্য দিয়ে পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

“আমার সংবাদ” পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি মঈন উদ্দীন খাঁনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন, পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেস ক্লাব সভাপতি শেখ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কাজী মৃদুল, সিনিয়র সাংবাদিক কামাল হাওলাদার, আলোকিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি এসএম রায়হান উদ্দীন, উপজেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত কুমার, জি.টি

ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক আলতাফ হোসেন সহ স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

গাংনী হাসপাতালের আরএমও এম কে রেজা ২২ দিন অনুপস্থিত: বেতন বন্ধ

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) এম কে রেজা ২২দিন ধরে অনুপস্থিত রয়েছেন। অনুপস্থিতির কারণে সাময়িকভাবে তার বেতন বন্ধ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

এর আগেও তিনি বেশ কিছুদিন এভাবে অনুপস্থিত ছিলেন। তখন কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে এ ধরণের অপরাধ বার বার করে যাচ্ছেন বলে অন্য চিকিৎসকরা ধারণা করছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, ২৯ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি. থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ছুটি নিয়ে তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। তারপর থেকে তিনি আর হাসপাতালে যোগদান করেননি।

ফলে ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে গতকাল ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি অনুপস্থিত থাকলেও আরএমও হিসেবেও কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যাননি।

অনুপস্থিত থাকলেও তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকেও কোন কিছু জানাননি। এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম কে রেজার মোবাইল ফোনে ফোন করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার

সুপারিশে তাঁর বেতন সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। পরবর্তিতে সাময়িকভাবে ফেরদৌস পারভেজকে ভারপ্রাপ্ত আরএমও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আশরাফুজ্জামান লিটন জানান, দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাকে কারণ দর্শানোর চিঠি দেওয়া হয়েছে তার কোন জবাব তিনি দেননি।

এছাড়াও ফোন করেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় তার বেতন বন্ধের জন্য সিভিল সার্জন স্যারকে সুপারিশ করা হয়েছে।

সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার কারণে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও এম কে রেজাকে কারণ দর্শানোর চিঠি দেওয়া হয়েছে। তার কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। যে কারণে তার বেতন বন্ধ করা হয়েছে। আরও একটি চিঠি দেওয়া হবে যদিও সেটার উত্তর না পাওয়া যায়, তাহলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় শিক্ষকসহ ৮জনকে আসামী করে মামলা

আলমডাঙ্গার কামালপুর গ্রামের প্রবাসীর স্ত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় ৮ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার অভিযোগে শিক্ষক শাকিলসহ কামালপুর গ্রামের ৮ জনকে আসামি করে এ মামলা করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কামালপুর গ্রামের নাজমুল ইসলাম গত প্রায় ৫ মাস পূর্বে সৌদি আরব গেছেন। নাজমুলের স্ত্রী সোনিয়া খাতুন (২৫) তার ৫ বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে বসবাস করতেন।

এদিকে স্বামী প্রবাসে থাকার সুযোগে সোনিয়া খাতুনের উপর কু-নজর পড়ে কামালপুর গ্রামের মঙ্গল আলীর ছেলে স্কুল শিক্ষক শাকিল হোসেন (৪৫)’র।

শাকিল হোসেন আঠারোখাদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার পরও তিনি একজন গৃহবধূকে নানা ভাবে উত্ত্যক্ত করে আসছিল।

গ্রাম ঘুরে জানা যায়, সোনিয়ার স্বামী বিদেশ চলে যাওয়ার পর থেকেই প্রতিবেশি ছোট ভাইয়ের বউ সোনিয়া খাতুনের সাথে শাকিল হোসেন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

চারিদিকে জানাজানি হলে লোক লজ্জায় গত এক মাস আগে সোনিয়া খাতুন সম্পর্কের ইতি টানে। বন্ধ করে দেয় শাকিল হোসেনের সাথে যোগাযোগ। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শাকিল হোসেন তার সাথে সোনিয়ার পরকীয়া সম্পর্ক আছে বলে গ্রামে প্রচার শুরু করে ।

পরে শাকিলের সাথে একই গ্রামের মৃত খবিরের ছেলে বয়স্ক কলিম উদ্দীন, ফনির ছেলে দোকানি রনি, আবুল কাশেমের ছেলে উজ্জ্বলও সোনিয়া খাতুনকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে ।

এ সব কথা শ্বশুর বাড়ির লোকজনকে বললেও তারা কোন পদক্ষেপ নেননি। বরং মেয়ের শ্বশুর সিরাজুল, শাশুড়ি ছায়েরা খাতুন ও মেয়ের জা মুক্তা খাতুন এসব কথা নিয়ে সোনিয়াকে ভৎসনা করতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে গত ২৫ ফেব্রয়ারি ভোরে ঘরের আড়াই গলায় ওড়নায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সোনিয়া ।

এ আত্মহত্যার পর পর অভিযুক্ত শিক্ষক শাকিলসহ উক্ত ৬ ব্যক্তিই নিরুদ্দেশ রয়েছেন। এদের সকলকেসহ শ্বশুর সিরাজুল ইসলাম ও শ্বাশুড়ি ছায়েরা খাতুন ও জা মুক্তা খাতুনকেও আসামি করা হয়েছে।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শাকিল হোসেন বিবাহিত ও দুই সন্তানের জনক। ৭/৮ বছর পূর্বে শেফালী খাতুন নামের পাঁচলিয়া গ্রামের এক প্রবাসীর স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছেন। শেফালী খাতুনও শিক্ষক। তারা স্বামী-স্ত্রী আঠারখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী করেন।

আলমডাঙ্গার পৌর পান হাটে পূর্ব শত্রুতার জেরে হামলা, আহত -৫

আলমডাঙ্গার পৌর পানের হাটে পূর্বশত্রুতার জের ধরে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দুপুরের দিকে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বেশ কয়েকজন যুবক এ হামলার ঘটনা ঘটায়। হামলায় দুপক্ষের ৪/৫জন আহত হয়েছে। হামলাকারি একজনকে পান ব্যবসায়ীরা ধরে পুলিশে দিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানায়, আলমডাঙ্গার পশুহাটের পাশের পান সেটে দুপুরে ব্যবসায়ীরা পান কেনাবেচা করছিল। এ সময় গোবিন্দপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন যুবক ওই পানহাটে কাউকে খুঁজতে যায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, গোবিন্দপুর গ্রামের কয়েক যুবক হারদীতে হাসপাতালে করোনার টিকা নিতে যায়। সেখানে হারদীর যুবকদের সাথে গোবিন্দপুর গ্রামের যুবকদের হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

ওই ঘটনার সুত্রধরে গতকাল গোবিন্দপুরের যুবকরা শহরের লালব্রিজ এলাকায় হারদীর যুবকদের দেখতে পায়। এসময় তারা দলে ভারী হয়ে হারদীর যুবকদের মারার পরিকল্পনা করে।

এটা বুঝতে পেরে হারদীর যুবকরা পাশের পানের হাটে ঢুকে পড়ে। সংঘবদ্ধ গোবিন্দপুরের যুবকরা পানের হাটে ঢুকে তাদের উপর হামলা করতে গেলে পান ব্যবসায়ীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এসময় হামলাকারিদের সাথে পান ব্যবসায়ীদের মারামারির ঘটনা ঘটে।

একপর্যায়ে হামলাকারিরা ৪/৫জন আহত হয়। হামলাকারিদের সবাই পালিয়ে গেলেও গোবিন্দপুর চেয়ারম্যান পাড়ার শাকিল নামের এক যুবককে পান ব্যবসায়ীরা আটকে ফেলে। পরে আাহত শাকিলকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় পান ব্যবসায়ীরা।